দু'আর ভান্ডার

কুরআনুল কারীমের দু'আসমূহ

নবী-রাসূল ও মুমিনদের কুরআনিক দু'আসমূহ

আরবি মূলপাঠ · বাংলা উচ্চারণ · বাংলা অর্থ

কুরআনের নির্ভরযোগ্য মূলপাঠের সঙ্গে যাচাইকৃত

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমাদের রব বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" · গাফির ৪০:৬০

এই সংকলন সম্পর্কে

একাত্তরটি কুরআনিক দু‘আ

কুরআনুল কারীমের অমূল্য সম্পদের একটি হলো সেসব দু‘আ, যা আল্লাহ নিজেই তাঁর নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও নেক বান্দাদের মুখে তুলে দিয়েছেন। “রাব্বানা” (হে আমাদের রব) বা “রাব্বি” (হে আমার রব) দিয়ে শুরু হওয়া এই দু‘আগুলোর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এগুলোর শব্দচয়ন স্বয়ং আল্লাহর মনোনীত, তাঁর কিতাবে সংরক্ষিত এবং বহু ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতেই এগুলো কবুল হওয়ার সুসংবাদ এসেছে।

এই সংকলনে মুসহাফের ধারাবাহিকতায় সূরা আল-বাকারা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত একাত্তরটি দু‘আ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির প্রথম দু‘আ — আদম ও হাওয়া (আ.)-এর তাওবা; কা‘বার ভিত্তি নির্মাণকালে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা; মাছের পেটের অন্ধকারে ইউনুস (আ.)-এর আহ্বান; দীর্ঘ রোগভোগে আইয়ূব (আ.)-এর ফরিয়াদ; ফির‘আউনের প্রাসাদ থেকে আসিয়ার দু‘আ; এবং প্রত্যেক তাওবাকারী মুমিনের জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু‘আ।

প্রতিটি দু‘আ একটি পূর্ণ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে — পূর্ণ হরকতসহ আরবি মূলপাঠ, আরবি পড়তে শিখছেন এমন পাঠকদের জন্য বাংলা উচ্চারণ, প্রাঞ্জল বাংলা অর্থ, সূরা ও আয়াতের সঠিক সূত্র এবং কে, কোন প্রেক্ষাপটে দু‘আটি করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ।

বইটি ব্যবহারের নিয়ম

- একটি একটি করে দু‘আ মুখস্থ করুন; বাংলা উচ্চারণ কেবল সহায়ক — চেষ্টা করুন আরবি থেকেই পড়তে।
- কোন দু‘আ প্রথম কে করেছিলেন তা জানুন — তখন তিলাওয়াত একই সঙ্গে যিকর ও প্রার্থনা হয়ে ওঠে।
- নিজের অবস্থা অনুযায়ী দু‘আ বেছে নিন: তাওবা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সুরক্ষা, পরিবার কিংবা জ্ঞান।
- বিনীত ও একাগ্র হৃদয়ে দু‘আ করুন — এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ অবশ্যই সাড়া দেন (গাফির ৪০:৬০)।

মূলপাঠ ও উচ্চারণ-রীতি

যাচাই ও উপস্থাপনার নিয়ম

এই বইয়ের প্রতিটি আরবি মূলপাঠ মদীনা মুসহাফের প্রামাণ্য পাঠের সঙ্গে শব্দে শব্দে মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে (প্রমিত আধুনিক বানানরীতিতে, পূর্ণ হরকতসহ)। সূরা ও আয়াতের সূত্রও যাচাইকৃত; আয়াত-গণনা মদীনা মুসহাফের কূফী গণনা অনুসারে। দীর্ঘ আয়াতের ক্ষেত্রে দু‘আর অংশটুকু উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সূত্রে নির্দেশিত। একাধিক আয়াত একত্রে থাকলে ০ চিহ্ন দিয়ে আয়াতগুলো পৃথক করা হয়েছে।

বাংলা উচ্চারণ-রীতি (একনজরে)

- **দীর্ঘস্বর:** আ-কার, ঈ-কার ও ঊ-কার দিয়ে টেনে পড়া বোঝানো হয়েছে — যেমন ‘আলীম, নাসীরা, মূসা।
- **তাশদীদ (শাদ্দাহ):** যুক্তবর্ণে প্রকাশিত — রাব্বানা, ইন্নাকা, নাজ্জিনী।
- **বর্ণ-প্রতিবর্ণ:** ث=ছ (ছাব্বিত) ، ح ও ه=হ ، خ=খ (খাইর) ، ذ, ز, ظ=য (যুনূব, ‘আযীয, যালিমীন) ، س, ص=স (সাবর) ، ض=দ (দুর্র) ، ط=ত (তাইয়িবাহ) ، غ=গ (গাফির) ، ق ও ك=ক (কাদীর, কিতাব)।
- **‘আইন (ع):** ‘ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে — ‘আলীম, দু‘আ, ‘ইলম; গলার গভীর থেকে উচ্চারণ করুন।
- **শব্দসন্ধি (ইদগাম):** হাইফেন দিয়ে মিলিয়ে পড়া দেখানো হয়েছে — আনতাস-সামী‘উল, মিল-লাদুনকা; গুন্নাহসহ মিলন চন্দ্রবিন্দুতে — হাসানাতাওঁ ওয়া।
- **সতর্কতা:** বাংলা উচ্চারণ কেবল প্রাথমিক সহায়ক; বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অবশ্যই একজন যোগ্য কারী বা শিক্ষকের কাছে শিখে নিতে হবে।

অর্থ অনুবাদে সাহিত্যিক অলঙ্কারের চেয়ে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; যেকোনো প্রচলিত নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সকল ত্রুটি সংকলকের, আর সকল পূর্ণতা একমাত্র আল্লাহর।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সূচিপত্র

দু'আ ১–৩৬

০১.	নেক আমল কবুলের দু'আ	আল-বাকারা ২:১২৭	৬
০২.	আত্মসমর্পণ ও নেক বংশধরের দু'আ	আল-বাকারা ২:১২৮	৭
০৩.	হিদায়াতের আলোর দু'আ	আল-বাকারা ২:১২৯	৮
০৪.	দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দু'আ	আল-বাকারা ২:২০১	৯
০৫.	ধৈর্য ও বিজয়ের দু'আ	আল-বাকারা ২:২৫০	১০
০৬.	সকল বোঝা থেকে মুক্তির দু'আ	আল-বাকারা ২:২৮৬	১১
০৭.	অবিচল অন্তরের দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:৮	১২
০৮.	আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস	আলে 'ইমরান ৩:৯	১৩
০৯.	গুনাহ মাফের দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:১৬	১৪
১০.	হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক	আলে 'ইমরান ৩:২৬–২৭	১৫
১১.	নেক সন্তানের দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:৩৮	১৬
১২.	সাক্ষীদের মধ্যে গণ্য হওয়ার দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:৫৩	১৭
১৩.	ক্ষমা ও দৃঢ়পদ থাকার দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:১৪৭	১৮
১৪.	জাহান্নাম থেকে রক্ষার দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:১৯১	১৯
১৫.	জাহান্নামের ভয়ে বিনীত প্রার্থনা	আলে 'ইমরান ৩:১৯২	২০
১৬.	নেককারদের সাথে মৃত্যুর দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:১৯৩	২১
১৭.	কিয়ামতের দিনে সম্মানের দু'আ	আলে 'ইমরান ৩:১৯৪	২২
১৮.	জালিমদের হাত থেকে উদ্ধারের দু'আ	আন-নিসা ৪:৭৫	২৩
১৯.	ঈমানের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধের দু'আ	আল-মায়িদা ৫:৮৩	২৪
২০.	আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দু'আ	আল-আ'রাফ ৭:২৩	২৫
২১.	জালিমদের সঙ্গী না হওয়ার দু'আ	আল-আ'রাফ ৭:৪৭	২৬
২২.	ন্যায় ফয়সালার দু'আ	আল-আ'রাফ ৭:৮৯	২৭
২৩.	শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধৈর্যের দু'আ	আল-আ'রাফ ৭:১২৬	২৮
২৪.	নিজের ও ভাইয়ের জন্য দু'আ	আল-আ'রাফ ৭:১৫১	২৯
২৫.	আপনিই আমাদের অভিভাবক	আল-আ'রাফ ৭:১৫৫–১৫৬	৩০
২৬.	আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট	আত-তাওবা ৯:১২৯	৩১
২৭.	জালিমদের পরীক্ষার পাত্র না হওয়ার দু'আ	ইউনুস ১০:৮৫	৩২
২৮.	আল্লাহর রহমতে মুক্তির দু'আ	ইউনুস ১০:৮৬	৩৩
২৯.	অজানা বিষয়ে প্রশ্ন থেকে আশ্রয়ের দু'আ	হূদ ১১:৪৭	৩৪
৩০.	মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর দু'আ	ইউসুফ ১২:১০১	৩৫
৩১.	নিরাপদ নগরীর দু'আ	ইবরাহীম ১৪:৩৫	৩৬
৩২.	সালাত কায়েমের দু'আ	ইবরাহীম ১৪:৪০	৩৭
৩৩.	পিতামাতা ও সকল মুমিনের জন্য দু'আ	ইবরাহীম ১৪:৪১	৩৮
৩৪.	পিতামাতার জন্য রহমতের দু'আ	আল-ইসরা ১৭:২৪	৩৯

সূচিপত্র

দু‘আ ৩৭–৭১

৩৭.	বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার দু‘আ	ত্বা-হা ২০:২৫–২৮	৪২
৩৮.	জ্ঞানবৃদ্ধির দু‘আ	ত্বা-হা ২০:১১৪	৪৩
৩৯.	দুঃখকষ্টে আইয়ূব (আ.)-এর দু‘আ	আল-আম্বিয়া ২১:৮৩	৪৪
৪০.	ইউনুস (আ.)-এর দু‘আ	আল-আম্বিয়া ২১:৮৭	৪৫
৪১.	উত্তরাধিকারীর জন্য যাকারিয়া (আ.)-এর দু‘আ	আল-আম্বিয়া ২১:৮৯	৪৬
৪২.	বরকতময় অবতরণের দু‘আ	আল-মু’মিনূন ২৩:২৯	৪৭
৪৩.	জালিমদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার দু‘আ	আল-মু’মিনূন ২৩:৯৪	৪৮
৪৪.	শয়তান থেকে আশ্রয়ের দু‘আ	আল-মু’মিনূন ২৩:৯৭–৯৮	৪৯
৪৫.	ক্ষমা ও রহমতের দু‘আ	আল-মু’মিনূন ২৩:১০৯	৫০
৪৬.	রহমতের সংক্ষিপ্ততম দু‘আ	আল-মু’মিনূন ২৩:১১৮	৫১
৪৭.	জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু‘আ	আল-ফুরকান ২৫:৬৫–৬৬	৫২
৪৮.	পরিবারের প্রশান্তির দু‘আ	আল-ফুরকান ২৫:৭৪	৫৩
৪৯.	হিকমত ও সুখ্যাতির দু‘আ	আশ-শু‘আরা ২৬:৮৩–৮৫	৫৪
৫০.	সুস্থ অন্তরের দু‘আ	আশ-শু‘আরা ২৬:৮৭–৮৯	৫৫
৫১.	পরিবারের নিরাপত্তার দু‘আ	আশ-শু‘আরা ২৬:১৬৯	৫৬
৫২.	কৃতজ্ঞতার দু‘আ (সুলাইমান আ.)	আন-নামল ২৭:১৯	৫৭
৫৩.	ক্ষমার দু‘আ (মূসা আ.)	আল-কাসাস ২৮:১৬	৫৮
৫৪.	অপরাধীদের সহযোগী না হওয়ার অঙ্গীকার	আল-কাসাস ২৮:১৭	৫৯
৫৫.	জালিমদের হাত থেকে রক্ষার দু‘আ	আল-কাসাস ২৮:২১	৬০
৫৬.	প্রতিটি কল্যাণের মুখাপেক্ষী	আল-কাসাস ২৮:২৪	৬১
৫৭.	লূত (আ.)-এর সাহায্যের দু‘আ	আল-‘আনকাবূত ২৯:৩০	৬২
৫৮.	নেক সন্তানের দু‘আ (ইবরাহীম আ.)	আস-সাফফাত ৩৭:১০০	৬৩
৫৯.	রাজত্বের দু‘আ (সুলাইমান আ.)	সাদ ৩৮:৩৫	৬৪
৬০.	আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু‘আ	গাফির ৪০:৭	৬৫
৬১.	পরিবারসহ জান্নাতের দু‘আ	গাফির ৪০:৮–৯	৬৬
৬২.	আল্লাহর কাছে সব সোপর্দ	গাফির ৪০:৪৪	৬৭
৬৩.	চল্লিশে কৃতজ্ঞতার দু‘আ	আল-আহকাফ ৪৬:১৫	৬৮
৬৪.	ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দু‘আ	আল-হাশর ৫৯:১০	৬৯
৬৫.	পূর্ণ তাওয়াক্কুলের দু‘আ	আল-মুমতাহিনা ৬০:৪	৭০
৬৬.	নির্যাতন থেকে রক্ষার দু‘আ	আল-মুমতাহিনা ৬০:৫	৭১
৬৭.	পূর্ণ নূরের দু‘আ	আত-তাহরীম ৬৬:৮	৭২
৬৮.	জান্নাতে ঘরের দু‘আ (আসিয়া)	আত-তাহরীম ৬৬:১১	৭৩
৬৯.	সকল মুমিনের জন্য নূহ (আ.)-এর দু‘আ	নূহ ৭১:২৮	৭৪
৭০.	ভোরের রবের কাছে আশ্রয়	আল-ফালাক ১১৩:১–৫	৭৫

নেক আমল কবুলের দু'আ

দু'আ ০১

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আনতাস-সামী'উল 'আলীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কুরআন ¸ সূরা আল-বাকারা ¸ ২:১২৭

কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণকালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর দু'আ।

আত্মসমর্পণ ও নেক বংশধরের দু'আ

দু'আ ০২

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ

রাব্বানা ওয়াজ'আলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন যুর্রিয়্যাতিনা উম্মাতাম-মুসলিমাতাল-লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব 'আলাইনা, ইন্নাকা আনতাত-তাওওয়াবুর-রাহীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার অনুগত একটি উম্মত সৃষ্টি করুন। আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

কুরআন ¸ সূরা আল-বাকারা ¸ ২:১২৮

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) নিজেদের ও বংশধরদের আল্লাহর অনুগত থাকার জন্য দু'আ করেন।

হিদায়াতের আলোর দু'আ

দু'আ ০৩

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ

রাব্বানা ওয়াব'আছ ফীহিম রাসূলাম-মিনহুম ইয়াতলূ 'আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউ'আল্লিমুহুমুল-কিতাবা ওয়াল-হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম, ইন্নাকা আনতাল-'আযীযুল-হাকীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন এক রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কুরআন ¸ সূরা **আল-বাকারা** ¸ **২:১২৯**

ইবরাহীম (আ.) নিজ বংশধরদের মধ্যে রাসূল প্রেরণের দু'আ করেন — যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে কবুল হয়।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দু'আ

দু'আ ০৪

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ

রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল-আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা 'আযাবান-নার।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন, আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-বাকারা ¸ ২:২০১

কুরআনের সর্বাধিক ব্যাপক অর্থবহ দু'আ — রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আটি সবচেয়ে বেশি করতেন।

ধৈর্য ও বিজয়ের দু‘আ

দু‘আ ০৫

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা আফরিগ ‘আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা ‘আলাল-কাওমিল-কাফিরীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচল রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-বাকারা ¸ ২:২৫০

জালূতের (গোলিয়াথ) বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তালূতের সৈন্যদের দু‘আ।

সকল বোঝা থেকে মুক্তির দু'আ

দু'আ ০৬

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা লা তুআখিযনা ইন-নাসীনা আও আখতা'না। রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহূ 'আলাল-লাযীনা মিন কাবলিনা। রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহ। ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফির লানা, ওয়ারহামনা। আনতা মাওলানা ফানসুরনা 'আলাল-কাওমিল-কাফিরীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়েছিলেন। হে আমাদের রব! যে ভার বহনের শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর অর্পণ করবেন না। আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের মাফ করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-বাকারা ¸ ২:২৮৬

সূরা আল-বাকারার সমাপনী দু'আ — আল্লাহ নিজেই মুমিনদের এ দু'আ শিখিয়েছেন।

অবিচল অন্তরের দু'আ

দু'আ ০৭

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ

রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিল-লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল-ওয়াহহাব।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরগুলো বাঁকা করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:৮

জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিদের দু'আ — হিদায়াতের পর অবিচলতার প্রার্থনা।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস

দু‘আ ০৮

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

উচ্চারণ

রাব্বানা ইন্নাকা জামি‘উন-নাসি লিইয়াওমিল-লা রাইবা ফীহ্, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল-মী‘আদ।

অর্থ

হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত মানুষকে এমন এক দিনে সমবেত করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

কুরআন ¸ সূরা আলে ‘ইমরান ¸ ৩:৯

হাশরের দিনের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ঘোষণা।

গুনাহ মাফের দু'আ

দু'আ ০৯

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ

রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কিনা 'আযাবান-নার।

অর্থ

হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:১৬

মুত্তাকীদের বিনীত প্রার্থনা, যাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

দু‘আ ১০

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা মালিকাল-মুলকি তু’তিল-মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানযি‘উল-মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তু‘ইযযু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ, বিয়াদিকাল-খাইর, ইন্নাকা ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। তূলিজুল-লাইলা ফিন-নাহারি ওয়া তূলিজুন-নাহারা ফিল-লাইল, ওয়া তুখরিজুল-হাইয়া মিনাল-মাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল-মাইয়িতা মিনাল-হাইয়ি, ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব।

অর্থ

হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান; মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন; আর যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

কুরআন ¸ সূরা আলে ‘ইমরান ¸ ৩:২৬–২৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেখানো মহিমার দু‘আ — সম্মান, রিযিক ও ঋণমুক্তির জন্য পঠিত।

নেক সন্তানের দু'আ

দু'আ ১১

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

উচ্চারণ

রাব্বি হাব লী মিল-লাদুনকা যুর্রিয়্যাতান তাইয়িবাহ, ইন্নাকা সামী'উদ-দু'আ।

অর্থ

হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম বংশধর দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:৩৮

মারইয়ামের হুজরায় আল্লাহর রিযিক দেখে যাকারিয়া (আ.)-এর দু'আ।

সাক্ষীদের মধ্যে গণ্য হওয়ার দু'আ

দু'আ ১২

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার-রাসূলা ফাকতুবনা মা'আশ-শাহিদীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি; সুতরাং আমাদের সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত করুন।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:৫৩

ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের (একনিষ্ঠ সাহায্যকারীদের) দু'আ।

ক্ষমা ও দৃঢ়পদ থাকার দু‘আ

দু‘আ ১৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানাগ-ফির লানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া ছাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা ‘আলাল-কাওমিল-কাফিরীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কাজে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন, আমাদের পা অবিচল রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

কুরআন ¸ সূরা আলে ‘ইমরান ¸ ৩:১৪৭

নবীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধকারী আল্লাহওয়ালা মুমিনদের দু‘আ।

জাহান্নাম থেকে রক্ষার দু‘আ

দু‘আ ১৪

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ

রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা ‘আযাবান-নার।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র মহান! সুতরাং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা আলে ‘ইমরান ¸ ৩:১৯১

দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর যিকরকারীদের দু‘আ।

জাহান্নামের ভয়ে বিনীত প্রার্থনা

দু‘আ ১৫

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

উচ্চারণ

রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন-নারা ফাকাদ আখযাইতাহু, ওয়া মা লিয-যালিমীনা মিন আনসার।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তাকে অবশ্যই অপমানিত করলেন; আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

কুরআন ¸ সূরা আলে ‘ইমরান ¸ ৩:১৯২

জ্ঞানবানদের রাত্রিকালীন প্রার্থনার ধারাবাহিকতা — আয়াত ৩:১৯১–১৯৪-এর অংশ।

নেককারদের সাথে মৃত্যুর দু'আ

দু'আ ১৬

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

উচ্চারণ

রাব্বানা ফাগফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফফির 'আন্না সাইয়িআতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মা'আল-আবরার।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দিন এবং নেককারদের সঙ্গে আমাদের মৃত্যু দিন।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:১৯৩

ঈমানের আহ্বানে সাড়া দেওয়া জ্ঞানবানদের দু'আ।

কিয়ামতের দিনে সম্মানের দু'আ

দু'আ ১৭

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

উচ্চারণ

রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আদতানা 'আলা রুসুলিকা ওয়া লা তুখযিনা ইয়াওমাল-কিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখলিফুল-মী'আদ।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদের দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

কুরআন ¸ সূরা আলে 'ইমরান ¸ ৩:১৯৪

জ্ঞানবানদের দু'আর সমাপ্তি অংশ।

জালিমদের হাত থেকে উদ্ধারের দু‘আ

দু‘আ ১৮

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

উচ্চারণ

রাব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল-কারইয়াতিয-যালিমি আহলুহা ওয়াজ‘আল-লানা মিল-লাদুনকা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজ‘আল-লানা মিল-লাদুনকা নাসীরা।

অর্থ

হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করুন, যার অধিবাসীরা জালিম; আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করুন।

কুরআন ¸ সূরা **আন-নিসা** ¸ **৪:৭৫**

মজলুম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তনাদ — আল্লাহর কাছে রক্ষাকারীর প্রার্থনা।

ঈমানের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধের দু'আ

দু'আ ১৯

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মা'আশ-শাহিদীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-মায়িদা ¸ ৫:৮৩

সত্য শুনে যাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যায়, সেই বিনম্র হৃদয়ের অধিকারীদের দু'আ।

আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দু‘আ

দু‘আ ২০

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল-লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল-খাসিরীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

কুরআন ¸ সূরা আল-আ'রাফ ¸ ৭:২৩

মানবজাতির প্রথম দু‘আ — ভুলের পর আদম ও হাওয়া (আ.)-কে শেখানো তাওবার বাণী।

জালিমদের সঙ্গী না হওয়ার দু‘আ

দু‘আ ২১

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা লা তাজ‘আলনা মা‘আল-কাওমিয-যালিমীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।

কুরআন ¸ সূরা আল-আ‘রাফ ¸ ৭:৪৭

আ‘রাফবাসীদের প্রার্থনা, যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফেরানো হয়।

ন্যায় ফয়সালার দু‘আ

দু‘আ ২২

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানাফ-তাহ বাইনানা ওয়া বাইনা কাওমিনা বিল-হাক্কি ওয়া আনতা খাইরুল-ফাতিহীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করে দিন; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

কুরআন ¸ সূরা আল-আ‘রাফ ¸ ৭:৮৯

শু‘আইব (আ.)-এর দু‘আ, যখন তাঁর সম্প্রদায় মুমিনদের বহিষ্কারের হুমকি দেয়।

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধৈর্যের দু'আ

দু'আ ২৩

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা আফরিগ 'আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দিন।

কুরআন ¸ সূরা আল-আ'রাফ ¸ ৭:১২৬

ঈমান আনার পর ফির'আউনের জাদুকরদের দু'আ।

নিজের ও ভাইয়ের জন্য দু'আ

দু'আ ২৪

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বিগ-ফির লী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা ওয়া আনতা আরহামুর-রাহিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের আপনার রহমতে প্রবেশ করান; আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

কুরআন ¸ সূরা আল-আ'রাফ ¸ ৭:১৫১

মূসা (আ.)-এর দু'আ — নিজের ও ভাই হারূন (আ.)-এর জন্য।

আপনিই আমাদের অভিভাবক

দু‘আ ২৫

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ • وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ

উচ্চারণ

আনতা ওয়ালিয়্যুনা ফাগফির লানা ওয়ারহামনা, ওয়া আনতা খাইরুল-গাফিরীন। ওয়াকতুব লানা ফী হাযিহিদ-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল-আখিরাতি ইন্না হুদনা ইলাইক।

অর্থ

আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় কল্যাণ লিখে দিন এবং আখিরাতেও; নিশ্চয়ই আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি।

কুরআন ¸ সূরা **আল-আ‘রাফ** ¸ **৭:১৫৫–১৫৬**

নির্বাচিত সত্তর ব্যক্তিকে ভূমিকম্পে পাকড়াও করার পর মূসা (আ.)-এর দু‘আ।

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট

দু‘আ ২৬

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ

হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল-‘আরশিল-‘আযীম।

অর্থ

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি; আর তিনি মহা আরশের রব।

কুরআন ¸ সূরা আত-তাওবা ¸ ৯:১২৯

মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেখানো তাওয়াক্কুলের ঘোষণা।

জালিমদের পরীক্ষার পাত্র না হওয়ার দু‘আ

দু‘আ ২৭

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা লা তাজ‘আলনা ফিতনাতাল-লিল-কাওমিয-যালিমীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না।

কুরআন ¸ সূরা ইউনুস ¸ ১০:৮৫

আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মুমিনদের দু‘আ।

আল্লাহর রহমতে মুক্তির দু‘আ

দু‘আ ২৮

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ

ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল-কাওমিল-কাফিরীন।

অর্থ

আর আপনার রহমতে আমাদের কাফির সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।

কুরআন ¸ সূরা ইউনুস ¸ ১০:৮৬

পূর্ববর্তী দু'আর সমাপ্তি — একমাত্র আল্লাহর রহমতেই মুক্তির প্রার্থনা।

অজানা বিষয়ে প্রশ্ন থেকে আশ্রয়ের দু'আ

দু'আ ২৯

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি ইন্নী আ'উযু বিকা আন আসআলাকা মা লাইসা লী বিহী 'ইলম, ওয়া ইল্লা তাগফির লী ওয়া তারহামনী আকুম-মিনাল-খাসিরীন।

অর্থ

হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন করা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

কুরআন ¸ সূরা হূদ ¸ ১১:৪৭

পুত্রের জন্য আবেদনের পর নূহ (আ.)-এর দু'আ — আল্লাহর ফয়সালার সামনে বিনয়ের শিক্ষা।

মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর দু'আ

দু'আ ৩০

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি কাদ আতাইতানী মিনাল-মুলকি ওয়া 'আল্লামতানী মিন তা'ওয়ীলিল-আহাদীছ। ফাতিরাস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি আনতা ওয়ালিয়্যী ফিদ-দুনইয়া ওয়াল-আখিরাহ। তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিকনী বিস-সালিহীন।

অর্থ

হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সঙ্গে মিলিত করুন।

কুরআন , সূরা ইউসুফ , ১২:১০১

ক্ষমতার শীর্ষে থেকে ইউসুফ (আ.)-এর দু'আ — দুনিয়া নয়, উত্তম পরিণতির প্রার্থনা।

নিরাপদ নগরীর দু‘আ

দু‘আ ৩১

رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

উচ্চারণ

রাব্বিজ-‘আল হাযাল-বালাদা আমিনাওঁ ওয়াজনুবনী ওয়া বানিয়্যা আন-না‘বুদাল-আসনাম।

অর্থ

হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।

কুরআন ¸ সূরা ইবরাহীম ¸ ১৪:৩৫

মক্কার নিরাপত্তা ও বংশধরদের শিরকমুক্ত রাখার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ।

সালাত কায়েমের দু'আ

দু'আ ৩২

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

উচ্চারণ

রাব্বিজ-'আলনী মুকীমাস-সালাতি ওয়া মিন যুর্রিয়্যাতী, রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আমার দু'আ কবুল করুন।

কুরআন ¸ সূরা ইবরাহীম ¸ ১৪:৪০

ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ — নিজে ও বংশধররা যেন সালাত কায়েমকারী থাকে।

পিতামাতা ও সকল মুমিনের জন্য দু‘আ

দু‘আ ৩৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ

রাব্বানাগ-ফির লী ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল-মু’মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল-হিসাব।

অর্থ

হে আমাদের রব! হিসাব কায়েমের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।

কুরআন ¸ সূরা ইবরাহীম ¸ ১৪:৪১

ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ — নিজের, পিতামাতার ও সকল মুমিনের ক্ষমার জন্য।

পিতামাতার জন্য রহমতের দু'আ

দু'আ ৩৪

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণ

রাব্বির-হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।

অর্থ

হে আমার রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছেন।

কুরআন ، সূরা আল-ইসরা ، ১৭:২৪

প্রত্যেক মুমিনকে পিতামাতার জন্য আল্লাহর শেখানো দু'আ।

সত্যের প্রবেশ ও প্রস্থানের দু'আ

দু'আ ৩৫

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

উচ্চারণ

রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদকিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিওঁ ওয়াজ'আল-লী মিল-লাদুনকা সুলতানান-নাসীরা।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে সত্যের সঙ্গে প্রবেশ করান এবং সত্যের সঙ্গে বের করুন; আর আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-ইসরা ¸ ১৭:৮০

হিজরতের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নাযিলকৃত দু'আ।

আসহাবে কাহফের দু‘আ

দু‘আ ৩৬

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

উচ্চারণ

রাব্বানা আতিনা মিল-লাদুনকা রাহমাতাওঁ ওয়া হাইয়ি’ লানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করে দিন।

কুরআন ¸ সূরা আল-কাহফ ¸ ১৮:১০

ঈমান নিয়ে আল্লাহর দিকে আশ্রয় নেওয়া গুহাবাসী যুবকদের দু‘আ।

বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার দু‘আ

দু‘আ ৩৭

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي • وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي •
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي • يَفْقَهُوا قَوْلِي

উচ্চারণ

রাব্বিশ-রাহ লী সাদরী, ওয়া ইয়াসসির লী আমরী, ওয়াহলুল ‘উকদাতাম-মিল-লিসানী, ইয়াফকাহু কাওলী।

অর্থ

হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

কুরআন ¸ সূরা ত্বা-হা ¸ ২০:২৫–২৮

ফির‘আউনের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ পেয়ে মূসা (আ.)-এর দু‘আ।

জ্ঞানবৃদ্ধির দু‘আ

দু‘আ ৩৮

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

উচ্চারণ

রাব্বি যিদনী ‘ইলমা।

অর্থ

হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

কুরআন ¸ সূরা **ত্বা-হা** ¸ **২০:১১৪**

একমাত্র যে বিষয়ে বৃদ্ধি চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে — তা হলো জ্ঞান।

দুঃখকষ্টে আইয়ূব (আ.)-এর দু‘আ

দু‘আ ৩৯

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি ইন্নী মাসসানিয়াদ-দুররু ওয়া আনতা আরহামুর-রাহিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! দুঃখকষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

কুরআন ، সূরা **আল-আম্বিয়া** ، **২১:৮৩**

দীর্ঘ রোগভোগের পর আইয়ূব (আ.)-এর আহ্বান — আল্লাহ তাঁর কষ্ট দূর করে দেন।

ইউনুস (আ.)-এর দু'আ

দু'আ ৪০

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায-যালিমীন।

অর্থ

আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র মহান! নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

কুরআন ¸ সূরা আল-আম্বিয়া ¸ ২১:৮৭

মাছের পেটের অন্ধকারে ইউনুস (আ.)-এর দু'আ — "কোনো মুসলিম এ দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন" (তিরমিযী ৩৫০৫)।

উত্তরাধিকারীর জন্য যাকারিয়া (আ.)-এর দু'আ

দু'আ ৪১

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খাইরুল-ওয়ারিছীন।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দেবেন না; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

কুরআন ¸ সূরা **আল-আম্বিয়া** ¸ **২১:৮৯**

বার্ধক্যে সন্তান কামনায় যাকারিয়া (আ.)-এর দু'আ — ইয়াহইয়া (আ.) দানের মাধ্যমে কবুল হয়।

বরকতময় অবতরণের দু'আ

দু'আ ৪২

رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি আনযিলনী মুনযালাম-মুবারাকাওঁ ওয়া আনতা খাইরুল-মুনযিলীন।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করান; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।

কুরআন , সূরা আল-মু'মিনূন , ২৩:২৯

নৌকা থেকে অবতরণকালে নূহ (আ.)-কে শেখানো দু'আ — প্রতিটি নতুন গন্তব্যের দু'আ।

জালিমদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার দু'আ

দু'আ ৪৩

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি ফালা তাজ'আলনী ফিল-কাওমিয-যালিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! তবে আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

কুরআন , সূরা আল-মু'মিনূন , ২৩:৯৪

আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেখানো দু'আ।

শয়তান থেকে আশ্রয়ের দু'আ

দু'আ ৪৪

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ • وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ

রাব্বি আ'উযু বিকা মিন হামাযাতিশ-শায়াতীন, ওয়া আ'উযু বিকা রাব্বি আঁই-ইয়াহদুরুন।

অর্থ

হে আমার রব! শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই; এবং হে আমার রব! তারা আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকেও আপনার আশ্রয় চাই।

কুরআন ¸ সূরা আল-মু'মিনূন ¸ ২৩:৯৭–৯৮

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও উপস্থিতি থেকে আশ্রয় চাইতে আল্লাহর নির্দেশ।

ক্ষমা ও রহমতের দু'আ

দু'আ ৪৫

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বানা আমান্না ফাগফির লানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খাইরুর-রাহিমীন।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন; আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

কুরআন ¸ সূরা আল-মু'মিনুন ¸ ২৩:১০৯

আল্লাহর বিনীত বান্দাদের দু'আ — দুনিয়ায় উপহাসের পাত্র, আখিরাতে সম্মানিত।

রহমতের সংক্ষিপ্ততম দু‘আ

দু‘আ ৪৬

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বিগ-ফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর-রাহিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন; আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

কুরআন ¸ সূরা আল-মু’মিনূন ¸ ২৩:১১৮

সূরা আল-মু’মিনূনের সমাপনী আয়াত — কয়েকটি শব্দে ক্ষমা ও রহমতের প্রার্থনা।

জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু‘আ

দু‘আ ৪৭

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا
كَانَ غَرَامًا ● إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

উচ্চারণ

রাব্বানাস-রিফ ‘আন্না ‘আযাবা জাহান্নামা ইন্না ‘আযাবাহা কানা গারামা; ইন্নাহা সাআত মুসতাকাররাওঁ ওয়া মুকামা।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে দিন; নিশ্চয়ই এর আযাব অবিচ্ছিন্ন। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল ও অবস্থানস্থল।

কুরআন ، সূরা আল-ফুরকান ، ২৫:৬৫–৬৬

রহমানের প্রিয় বান্দাদের (‘ইবাদুর রহমান) দু‘আ।

পরিবারের প্রশান্তির দু'আ

দু'আ ৪৮

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণ

রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুর্রিয়্যাতিনা কুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিল-মুত্তাকীনা ইমামা।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী-স্বামী ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম (আদর্শ) বানিয়ে দিন।

কুরআন ¸ সূরা **আল-ফুরকান** ¸ **২৫:৭৪**

রহমানের প্রিয় বান্দাদের দু'আ — পরিবার-পরিজন ও তাকওয়ার নেতৃত্বের জন্য।

হিকমত ও সুখ্যাতির দু‘আ

দু‘আ ৪৯

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ • وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ • وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

উচ্চারণ

রাব্বি হাব লী হুকমাওঁ ওয়া আলহিকনী বিস-সালিহীন; ওয়াজ‘আল-লী লিসানা সিদকিন ফিল-আখিরীন; ওয়াজ‘আলনী মিওঁ-ওয়ারাছাতি জান্নাতিন-না‘ঈম।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে নেককারদের সঙ্গে মিলিত করুন। পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন। আর আমাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

কুরআন ¸ সূরা আশ-শু‘আরা ¸ ২৬:৮৩–৮৫

ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ — প্রজ্ঞা, নেক সঙ্গ ও সত্যনিষ্ঠ খ্যাতির জন্য।

সুস্থ অন্তরের দু'আ

দু'আ ৫০

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ • يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ
وَلَا بَنُونَ • إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

উচ্চারণ

ওয়া লা তুখযিনী ইয়াওমা ইউব'আছূন; ইয়াওমা লা ইয়ানফা'উ মালুওঁ ওয়া লা বানূন; ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকালবিন সালীম।

অর্থ

আর যেদিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না — যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না; কেবল সে-ই (সফল হবে) যে আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে।

কুরআন ¸ সূরা আশ-শু'আরা ¸ ২৬:৮৭–৮৯

ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ — যেদিন কেবল নির্মল অন্তরই কাজে আসবে সেদিনের প্রস্তুতি।

পরিবারের নিরাপত্তার দু‘আ

দু‘আ ৫১

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

উচ্চারণ

রাব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহলী মিম্মা ইয়া‘মালূন।

অর্থ

হে আমার রব! তারা যা করে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা আশ-শু‘আরা ¸ ২৬:১৬৯

নিজ সম্প্রদায়ের অপকর্ম থেকে মুক্তির জন্য লূত (আ.)-এর দু‘আ।

কৃতজ্ঞতার দু‘আ (সুলাইমান আ.)

দু‘আ ৫২

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি আওযি‘নী আন আশকুরা নি‘মাতাকাল-লাতী আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ‘মালা সালিহান তারদাহু ওয়া আদখিলনী বিরাহমাতিকা ফী ‘ইবাদিকাস-সালিহীন।

অর্থ

হে আমার রব! আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তার শোকর আদায় করার এবং আপনার পছন্দনীয় নেক আমল করার তাওফীক আমাকে দিন; আর আপনার রহমতে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

কুরআন ، সূরা **আন-নামল** ، **২৭:১৯**

পিপীলিকার কথা শুনে মুচকি হেসে সুলাইমান (আ.)-এর কৃতজ্ঞতার দু‘আ।

ক্ষমার দু‘আ (মূসা আ.)

দু‘আ ৫৩

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

উচ্চারণ

রাব্বি ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফির লী।

অর্থ

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।

কুরআন ¸ সূরা **আল-কাসাস** ¸ **২৮:১৬**

অনিচ্ছাকৃত ঘটনার পরপরই মূসা (আ.)-এর দু'আ — আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন।

অপরাধীদের সহযোগী না হওয়ার অঙ্গীকার

দু'আ ৫৪

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি বিমা আন'আমতা 'আলাইয়া ফালান আকূনা যাহীরাল-লিল-মুজরিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার শপথ, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

কুরআন ¸ সূরা **আল-কাসাস** ¸ **২৮:১৭**

আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতায় মূসা (আ.)-এর অঙ্গীকার।

জালিমদের হাত থেকে রক্ষার দু'আ

দু'আ ৫৫

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল-কাওমিয-যালিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা **আল-কাসাস** ¸ **২৮:২১**

ভীত-সতর্ক অবস্থায় শহর ত্যাগকালে মূসা (আ.)-এর দু'আ — আল্লাহ তাঁকে মাদইয়ানের পথ দেখান।

প্রতিটি কল্যাণের মুখাপেক্ষী

দু‘আ ৫৬

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

উচ্চারণ

রাব্বি ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকীর।

অর্থ

হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।

কুরআন ¸ সূরা আল-কাসাস ¸ ২৮:২৪

মাদইয়ানের কূপের ধারে নিঃস্ব-ক্লান্ত মূসা (আ.)-এর দু‘আ — আশ্রয়, পরিবার ও নবুওয়াত দিয়ে কবুল হয়।

লূত (আ.)-এর সাহায্যের দু'আ

দু'আ ৫৭

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

উচ্চারণ

রাব্বিন-সুরনী 'আলাল-কাওমিল-মুফসিদীন।

অর্থ

হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

কুরআন ¸ সূরা আল-'আনকাবূত ¸ ২৯:৩০

প্রকাশ্যে অশ্লীলতাকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূত (আ.)-এর দু'আ।

নেক সন্তানের দু‘আ (ইবরাহীম আ.)

দু‘আ ৫৮

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি হাব লী মিনাস-সালিহীন।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে নেককারদের মধ্য থেকে (সন্তান) দান করুন।

কুরআন ¸ সূরা আস-সাফফাত ¸ ৩৭:১০০

ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ — বিনিময়ে ধৈর্যশীল পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর সুসংবাদ পান।

রাজত্বের দু'আ (সুলাইমান আ.)

দু'আ ৫৯

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ

রাব্বিগ-ফির লী ওয়া হাব লী মুলকাল-লা ইয়ামবাগী লিআহাদিম-মিম বা'দী, ইন্নাকা আনতাল-ওয়াহহাব।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কারও জন্য শোভা পাবে না। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।

কুরআন ¸ সূরা সাদ ¸ ৩৮:৩৫

তাওবার পর সুলাইমান (আ.)-এর দু'আ — আল্লাহ তাঁকে অতুলনীয় রাজত্ব দান করেন।

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ

দু'আ ৬০

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

উচ্চারণ

রাব্বানা ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়িন-রাহমাতাওঁ ওয়া 'ইলমান ফাগফির লিল-লাযীনা তাবূ ওয়াত্তাবা'উ সাবীলাকা ওয়া কিহিম 'আযাবাল-জাহীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। সুতরাং যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে, তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

কুরআন ¸ সূরা গাফির ¸ ৪০:৭

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ — প্রত্যেক তাওবাকারী মুমিনের জন্য।

পরিবারসহ জান্নাতের দু'আ

দু'আ ৬১

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

উচ্চারণ

রাব্বানা ওয়া আদখিলহুম জান্নাতি 'আদনিনিল-লাতী ওয়া'আদতাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবাইহিম ওয়া আযওয়াজিহিম ওয়া যুর্রিয়্যাতিহিম, ইন্নাকা আনতাল-'আযীযুল-হাকীম। ওয়া কিহিমুস-সাইয়িআত, ওয়া মান তাকিস-সাইয়িআতি ইয়াওমাইযিন ফাকাদ রাহিমতাহু, ওয়া যালিকা হুওয়াল-ফাওযুল-'আযীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! তাদের প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন — আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার তাদেরও। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তাদের মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবেন, তাকে অবশ্যই দয়া করলেন; আর এটাই মহাসাফল্য।

কুরআন ¸ সূরা গাফির ¸ ৪০:৮–৯

ফেরেশতাদের দু'আর ধারাবাহিকতা — মুমিন ও তাদের নেককার পরিবার-পরিজনের জন্য।

আল্লাহর কাছে সব সোপর্দ

দু‘আ ৬২

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

উচ্চারণ

ওয়া উফাওবিদু আমরী ইলাল্লাহ, ইন্নাল্লাহা বাসীরুম-বিল-‘ইবাদ।

অর্থ

আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সর্বদ্রষ্টা।

কুরআন ¸ সূরা গাফির ¸ ৪০:৪৪

ফির‘আউন-পরিবারের মুমিন ব্যক্তির উক্তি — আল্লাহ তাঁকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

চল্লিশে কৃতজ্ঞতার দু'আ

দু'আ ৬৩

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

উচ্চারণ

রাব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল-লাতী আন'আমতা 'আলাইয়া ওয়া 'আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদাহু ওয়া আসলিহ লী ফী যুর্রিয়্যাতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল-মুসলিমীন।

অর্থ

হে আমার রব! আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তার শোকর আদায় করার এবং আপনার পছন্দনীয় নেক আমল করার তাওফীক আমাকে দিন; আর আমার সন্তানদের আমার জন্য নেককার বানিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে তাওবা করলাম, আর নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ¸ সূরা আল-আহকাফ ¸ ৪৬:১৫

পূর্ণ পরিণত বয়সে (চল্লিশে) পৌঁছে প্রত্যেককে আল্লাহর শেখানো দু'আ।

ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দু'আ

দু'আ ৬৪

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

উচ্চারণ

রাব্বানাগ-ফির লানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল-লাযীনা সাবাকূনা বিল-ঈমানি ওয়া লা তাজ'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল-লিল-লাযীনা আমানূ, রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর-রাহীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন, যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে; আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

কুরআন ¸ সূরা আল-হাশর ¸ ৫৯:১০

পরবর্তী মুমিনদের দু'আ — পূর্ববর্তী মুমিনদের জন্য, বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের প্রার্থনা।

পূর্ণ তাওয়াক্কুলের দু'আ

দু'আ ৬৫

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

উচ্চারণ

রাব্বানা 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল-মাসীর।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে ফিরে এসেছি; আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

কুরআন ¸ সূরা আল-মুমতাহিনা ¸ ৬০:৪

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের দু'আ — মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ।

নির্যাতন থেকে রক্ষার দু'আ

দু'আ ৬৬

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ

রাব্বানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতাল-লিল-লাযীনা কাফারূ ওয়াগফির লানা রাব্বানা, ইন্নাকা আনতাল-'আযীযুল-হাকীম।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না এবং আমাদের ক্ষমা করুন, হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কুরআন ¸ সূরা আল-মুমতাহিনা ¸ ৬০:৫

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের দু'আর ধারাবাহিকতা।

পূর্ণ নূরের দু‘আ

দু‘আ ৬৭

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ

রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা, ইন্নাকা ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ

হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

কুরআন ¸ সূরা আত-তাহরীম ¸ ৬৬:৮

যেদিন মুমিনদের নূর তাদের সামনে ছুটবে, সেদিনের মুমিনদের দু‘আ।

জান্নাতে ঘরের দু‘আ (আসিয়া)

দু‘আ ৬৮

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

উচ্চারণ

রাব্বিব-নি লী ‘ইনদাকা বাইতান ফিল-জান্নাহ।

অর্থ

হে আমার রব! আপনার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।

কুরআন ¸ সূরা **আত-তাহরীম** ¸ **৬৬:১১**

ফির‘আউনের মুমিনা স্ত্রী আসিয়ার দু‘আ — সকল মুমিনের জন্য দৃষ্টান্ত।

সকল মুমিনের জন্য নূহ (আ.)-এর দু'আ

দু'আ ৬৯

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

উচ্চারণ

রাব্বিগ-ফির লী ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাওঁ ওয়ালিল-মু'মিনীনা ওয়াল-মু'মিনাত।

অর্থ

হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যে মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করুন।

কুরআন ¸ সূরা নূহ ¸ ৭১:২৮

দাওয়াতি জীবনের শেষপ্রান্তে নূহ (আ.)-এর দু'আ — কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য।

ভোরের রবের কাছে আশ্রয়

দু‘আ ৭০

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ • مِن شَرِّ مَا خَلَقَ • وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ • وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ • وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ

কুল আ‘উযু বিরাব্বিল-ফালাক; মিন শাররি মা খালাক; ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব; ওয়া মিন শাররিন-নাফফাছাতি ফিল-‘উকাদ; ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ

বলুন, আমি আশ্রয় চাই ভোরের রবের কাছে — তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়, গিরায় ফুঁকদানকারীদের (জাদুকরদের) অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

কুরআন ¸ সূরা **আল-ফালাক** ¸ **১১৩:১–৫**

সূরা আন-নাসের সঙ্গে ‘মু‘আওবিযাতাইন’ — সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে সুরক্ষার জন্য পঠিত।

মানুষের রবের কাছে আশ্রয়

দু‘আ ৭১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ • إِلَٰهِ النَّاسِ
• مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ • الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ • مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উচ্চারণ

কুল আ‘উযু বিরাব্বিন-নাস; মালিকিন-নাস; ইলাহিন-নাস; মিন শাররিল-ওয়াসওয়াসিল-খান্নাস; আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন-নাস; মিনাল-জিন্নাতি ওয়ান-নাস।

অর্থ

বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের (সত্য) উপাস্যের কাছে — আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় — জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

কুরআন ¸ সূরা আন-নাস ¸ ১১৪:১–৬

কুরআনের সর্বশেষ সূরা — রব, মালিক ও ইলাহের কাছে আশ্রয়ের মাধ্যমে কুরআনের সমাপ্তি।

দু‘আর আদব

প্রার্থনার শিষ্টাচার

- আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ দিয়ে দু‘আ শুরু করুন।
- সম্ভব হলে কিবলামুখী হয়ে, দুই হাত তুলে, পবিত্র অবস্থায় দু‘আ করুন।
- দৃঢ় বিশ্বাস, বিনয় ও একাগ্র হৃদয়ে চান; দু‘আ তিনবার করে বলুন।
- কবুলের সময়গুলো খুঁজে নিন: রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, আযান-ইকামতের মাঝে, সিজদায়, জুমু‘আর দিনে, রোযা অবস্থায় ও সফরে।
- জবাবের জন্য ধৈর্য ধরুন — তা দুনিয়ায় কবুল হতে পারে, পরে দেওয়া হতে পারে, কিংবা এর বিনিময়ে আরও উত্তম কিছু রাখা হতে পারে।

আল্লাহ এই একাত্তরটি দু‘আ আমাদের জিহ্বায় ও অন্তরে গেঁথে দিন,

এবং আমাদের, আমাদের পিতামাতার ও সকল মুমিনের জন্য তা কবুল করুন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আস-সাফফাত ৩৭:১৮০–১৮২